সিরিয়া

বিপ্লবী জিহাদের আদ্যোপান্ত

স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার

সম্পাদনা
কায়সার আহমাদ

সিরিয়া

বিপ্লবী জিহাদের আদ্যোপান্ত

স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা/০৬
বই নিয়ে দুটি কথা/০৮
লেখকের কথা/১০

সিরিয়া: পৃথিবীর গোরস্তান!	১৮
ধ্বংসস্তূপে আঁকা স্বাধীনতা!	২৬
সিরিয়া : বিপ্লবী জিহাদের আদ্যোপান্ত	৪০
সিরিয়া : ভস্মস্তূপের গর্ভে নতুন বিশ্বব্যবস্থার জন্ম?	৮৯

পরিশিষ্ট-১

আরব বিপ্লবী যুদ্ধের ইতিহাস	৯৯

পরিশিষ্ট- ২

সিরিয়া-ইসরায়েল যুদ্ধের সম্ভাব্যতা	১১১

পরিশিষ্ট- ৩

ইসরায়েলি মদদপুষ্ট দ্রুজ সন্ত্রাসীদের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলা	১১৯

প্রকাশকের কথা

সিরিয়া—রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বরকতময় ভূমি, হাজারো নবীর পদচারণায় ধন্য এবং সাহাবায়ে কেরামের রক্তে রঞ্জিত মাটি। আজও এই ভূখণ্ড মুসলিম জাতির হৃদস্পন্দন। ইসলাম ও অন্যান্য আসমানী ধর্মমতে শাম হলো শেষ মহাযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু, ঈমান ও কুফরের চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের ময়দান।

সিরিয়া শুধু ধর্মীয় মর্যাদার কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্যের হৃৎপিণ্ড হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়ার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি অধ্যয়নে মিডল ইস্ট স্টাডিজ একটি অপরিহার্য পাঠ্য; আর সেই পাঠের কেন্দ্রবিন্দু হলো সিরিয়া। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এ ভূখণ্ড রাশিয়া, আমেরিকা, ইরান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মতো বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মঞ্চ। এখানকার একটি সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলতে পারে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আর একটি অস্থিরতা অস্থিতিশীল করে দিতে পারে তেলের বাজার থেকে বৈশ্বিক নিরাপত্তা পর্যন্ত।

তাই সিরিয়াকে বোঝা মানে কেবল একটি দেশের ইতিহাস জানা নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অদৃশ্য গতিবিধি অনুধাবন করা।

২০১১ সালে আরব বসন্তের ঢেউ যখন শামে আঘাত হানে, তখন শুরু হয় এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দ্রুত পরিণত হয় ইসলামী বিপ্লবের রূপে। নিরস্ত্র প্রতিবাদ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ, তারপর দীর্ঘ এক গৃহযুদ্ধ—সব মিলিয়ে সিরিয়া হয়ে ওঠে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে জটিল যুদ্ধক্ষেত্র। আসাদ শাসনের পাশবিক দমননীতি, রাশিয়া ও ইরানের সরাসরি হস্তক্ষেপ, পশ্চিমা শক্তির দ্বিমুখী কূটনীতি—সবকিছু

সত্ত্বেও ইসলামী বিপ্লব টিকে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ের সোপানে পৌঁছে।

এই বিজয় কেবল একটি স্বৈরশাসকের পতন নয়; এটি গোটা বিশ্বরাজনীতিতে নতুন এক সমীকরণ তৈরি করেছে। মুসলিম জনগণ যখন ইসলামী পতাকার নিচে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তারা শুধু দেশীয় স্বৈরশক্তিকেই নয়, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে—সিরিয়া তার জীবন্ত প্রমাণ। এই অভিজ্ঞতা আজ উম্মাহকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে: ইসলামী বিপ্লব কোনো কল্পনা নয়, বরং বাস্তব রাজনৈতিক বিকল্প।

সিরিয়ার বিপ্লব তাই শুধু শামবাসীর লড়াই নয়; এটি গোটা মুসলিম উম্মাহর সংগ্রামের অংশ, এবং বিশ্বশক্তির জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ। সিরিয়ার বিজয় উম্মাহর আত্মবিশ্বাস পুনর্জাগরিত করেছে, আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করেছে।

এই বই সেইসব বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করবে। সিরিয়াকে জানার মাধ্যমে আমরা উম্মাহর ভবিষ্যৎ বুঝতে পারব, বিশ্বরাজনীতির নতুন সমীকরণ অনুধাবন করতে পারব এবং সামনে এগোনোর দিকনির্দেশনা খুঁজে পাব ইনশাল্লাহ

বিনীত
আবদুর রহমান আদ দাখিল
বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

বই নিয়ে দুটি কথা

শামকে বলা হয় পৃথিবীর হৃদপিণ্ড। এখানে অশান্তি হলে পুরো বিশ্বে অশান্তি দেখা দেয়। শামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা থাকলে পুরো বিশ্ব স্থিতিশীল ও শান্ত থাকে। শাম মানবজাতির আদি ও অন্ত। মানব ইতিহাসের শুরু এখান থেকে, সমাপ্তিও হবে এখানে। হাজারো নবী-রসূলকে আল্লাহ এখানে পাঠিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক মুখ থেকে শাম সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তিনি বলেছেন, 'শাম যখন বিনাশের সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না।'

সিরিয়া এই প্রাচীন শামের সর্ববৃহৎ অঞ্চল। শেষ অর্ধশতাব্দী নুসাইরি শিয়া আসাদ পরিবার সিরিয়া শাসন করেছে। মানবেতিহাসের এমন কোনো যুলম ও অপরাধ নেই, যা এখানকার সুন্নী মুসলিমদের সঙ্গে করা হয়নি। সিরিয়ায় সুন্নীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু আসাদ পরিবারের অত্যাচারে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার নুন্যতম অধিকারও তারা পায়নি। ২০১১ সালে আসাদ বিরোধী জিহাদ চাঙ্গা হয়। এরপর আসাদের আর্মি বিদ্রোহী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ সম্প্রসারিত হতে থাকে। যুদ্ধে যোগ দেয় বিভিন্ন দল-উপদল। আসাদের সমর্থনে এগিয়ে আসে শিয়া ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী। সুন্নি বিদ্রোহী দলের সাহায্যে এগিয়ে আসে তুরস্ক, সৌদি ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র, যাদের প্রত্যেকের ছিল স্ব স্ব স্বার্থ। প্রতিরোধে এগিয়ে থাকে হকপন্থী জিহাদী দলগুলো, যারা নিজেরা এককভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আঞ্চলিক প্রক্সি লড়াইয়ের এই ময়দানে এরপর যুক্ত হয় রাশিয়া, আমেরিকার মত সুপারপাওয়ার রাষ্ট্র। আমেরিকা, রাশিয়া, তুরস্ক, ইসরাঈল নিজ নিজ স্বার্থে বিমান হামলা চালায়। সিরিয়া হয়ে ওঠে নতুন নতুন অস্ত্র প্রয়োগের টেস্ট ফিল্ড।

বিমান-অত্যাধুনিক ড্রোন হামলা এবং আসাদের ট্যাংকের গোলার আঘাতে শহরের পর শহর ধ্বংস হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো বিলীন হয়ে যায়। সিংহভাগ নাগরিক ঘরবাড়ি হারিয়ে ঠাঁই নেয় শরণার্থী ক্যাম্পে। এভাবে চলে যায় ১৫ বছর। অসংখ্য মানুষের শাহাদাতের পর মুজাহিদদের হাত ধরে আল্লাহ্ বিজয় দান করেন। এতে অর্ধ শতাব্দী ধরে চলা কুখ্যাত কসাই আসাদ পরিবারের নৃশংসতা ও গণহত্যার অবসান ঘটে।

যুদ্ধের ১৫ বছর শুধু সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নেই। এই ১৫ বছর ছিল একটি শতাব্দীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার মত। কী হয়েছে এই ১৫ বছরে? কীভাবে বিজয় এলো, কাদের হাত ধরে এলো? আগামীর সিরিয়া কেমন হবে? শান্তি কী স্থায়ী হবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা নিজ আদর্শ ও ধর্ম অনুযায়ী শরিয়া কায়েম করতে পারবে, নাকি এই ভূখণ্ডে পশ্চিমা আদর্শ প্রতিষ্ঠা পাবে? এসব প্রশ্নের জবাব সাঈদ মুহাম্মাদ আবরার ভাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায়, গল্প বর্ণনাকারে এই বইতে তুলে ধরেছেন। বইটিকে 'সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল'-বইয়ের দ্বিতীয় পর্বও বলা যায়।

পরিশেষে বলব, এই ভুখণ্ডকে আরো অনেক ইতিহাস বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে হবে মালহামা বা মহাযুদ্ধ, দাজ্জালের আবির্ভাব ও নবী ঈসা আলাহিস সালামের আগমন। মানবেতিহাসের সর্বশেষ সংঘাত এখানেই হবে। এসব কিছু সিরিয়াকে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করে দেয়, এবং এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেয়। এই সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের ওয়াকিফহাল থাকা জরুরি। দু'আ করি, আল্লাহ্ লেখকের ইলমে বারাকাহ দান করুন এবং তাঁকে বাসিরাত (অন্তর্দৃষ্টি) দান করুন, যাতে তিনি আমাদের শেষ যামানার আলোকে পরিবর্তিত বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক বর্ণনা সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যার সঙ্গে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পারেন।

কায়সার আহমাদ

১০ মুহাররম, ১৪৪৭ হিজরি।

পৃথিবীর হৃদয়ে অশান্তির দাবানল

(রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
ভবিষ্যদ্বাণী ও এস্কেটেলজির ভাষ্য)

শাম পৃথিবীর হৃদয়। এখানে অশান্তি মানে পুরো পৃথিবীতে অশান্তি। শামের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ। মুসলিমদের হৃদয়ে আছে শামের বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শামের ভূমিকে এমন সব গুণে বিশেষায়িত করেছেন, এতো উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্য কোনো ভূমিকে করেননি। এর মাটি হাজারো নবীর পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে। হাজারো সাহাবি এখানে যুদ্ধ করেছেন, বসতি গেড়েছেন এবং এই মাটিতেই শায়িত আছেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে এখানে সফর করেছিলেন। কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের মোকাবেলায় মুমিনদের যে সৈন্যবাহিনীর কথা বলা হয়েছে, তাঁদের প্রধান ঘাঁটি শাম। এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বিশুদ্ধ হাদিসে। উম্মাহর নির্জীবতার সময়ও শাম থাকবে ঈমানের স্নিগ্ধতায় সতেজ।

পৃথিবীর শেষ ও চূড়ান্ত সংঘাত, মুসলিম ও কুফফারের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে এই মাটিতে। সত্য ও মিথ্যার শেষ লড়াই সংঘটিত হবে এখানেই। হাদিসে যাকে 'আল-মালাহিম' বলা হয়েছে। মহাযুদ্ধের (মালহামা) যুগে সিরিয়ার রাজধানী দিমাশকের 'আল-গুতা' শহরে মুসলমানরা অবস্থান নেবেন। এই পবিত্র ভূমিতে মাহদির সেনারা একত্রিত হবেন রোমানদের মোকাবেলা করার জন্য। সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন দিমাশকের সাদা মিনারায়। এখানে মুসলিম বাহিনী দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করবে।

সাইয়্যেদুনা ঈসা ইবনু মরিয়ম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন নিজ হাতে।

কিয়ামতের পূর্বে সিরিয়া থেকেই কবয করা হবে মুসলমানদের রূহ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, শামের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে হাশরের ময়দান। এ মাটির সবচেয়ে বড়ো ফজিলত—এই উম্মাহর বিজয়ী দল (আত-তায়েফাতুল মানসুরা) কিয়ামতের পূর্বপর্যন্ত সিরিয়াতেই অবস্থান করবে। বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা আগ্রাসী শত্রুর নিপীড়ন তাদেরকে দমাতে পারবে না।

ক্রুসেডের দিনগুলোতে, তাতারদের আক্রমণের সময়ে শাম ছিল উম্মাহর অভেদ্য দুর্গ। অতীতের মতো এই ভূমি এখনো প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

আজ সিরিয়ার মাটিতে সত্য ও মিথ্যার যে সংঘাত চলছে, স্ট্র্যাটেজিক কারণে তা অসামান্য তাৎপর্য বহন করে। উম্মাহর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ানক রক্তপাত, বরং সমগ্র মানব ইতিহাসেরই সবচে বীভৎস রক্তপাতের পর আজ সিরিয়াতে এমন একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সমস্ত চেনা-জানা পট-পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে সক্ষম। এবং এমনটি হওয়াই আল্লাহর ইচ্ছা। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো বহু আগেই সিরিয়ার এই নাজুক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। তাই পাল্লা দিয়ে তারা এই অঞ্চলে স্বার্থ উদ্ধারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একের পর এক কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই পুণ্যভূমিকে তারা ঘায়েল করতে চাইছে। সিআইএ'র এক প্রাক্তন ডিরেক্টর বলেছিল, 'বাশারকে টিকিয়ে রাখতে পারাটাই এই দ্বন্দ্বের সবচে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।'

পূর্ব-পশ্চিমের ক্রুসেডাররা, শিয়া মালাউনরা এই মাটিতে ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালিয়েছে আহলুস সুন্নাহর ওপর। লাখ লাখ মুসলিম শহিদ হয়েছেন তাদের হাতে। আলেপ্পোর গণহত্যা, হামা বা হিমসের গণহত্যার পরও ঘুরে দাঁড়িয়েছে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা। তীব্র থেকে তীব্রতর আক্রমণ, অন্তর্ঘাত বা বিশ্বাসঘাতকতা কোনো কিছুই টলাতে পারেনি তাঁদের মজবুত ঈমান।

সিরিয়া: পৃথিবীর গোরস্তান!

(ইতিহাস, বিপ্লব ও একনজরে ঘটনাবলি)

এই মুহূর্তে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোরস্তানের নাম 'সিরিয়া'। এক দশকের গৃহযুদ্ধে এখানে প্রাণ হারিয়েছে দশ লাখেরও বেশি মানুষ। ১ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার এই দেশে প্রায় সোয়া এক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত! ৭০ লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। যে দেশের শিশুরা পালাতে গিয়ে দূর-দেশের সমুদ্র সৈকতে বালিয়াড়িতে মুখগুঁজে পড়ে থাকে, সেই দেশটির নাম সিরিয়া। আমরা বলি, পবিত্র ভূমি। সাহাবা ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের পদচারণায় সমৃদ্ধ এই দেশটি আজ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত। কিন্তু কেন এমন হলো? কার অভিশাপের আগুনে পুড়ে ছাই হলো হাশরের ময়দান!

পূণ্যভূমি শাম

গ্রিকরা বলে সিরিয়া। আরবিতে, শাম। এই দেশটির বুকে হাজার বছরজুড়ে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর বসবাস। মুসলমান, খ্রিস্টান, শিয়া, কুর্দি, দ্রুজ, আরমেনি, আসিরি, তুর্কমেন, নানা জাতির মিশ্রণে এই অঞ্চল হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। মুসলমানরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ভূ-মধ্যসাগরের তীরে গড়ে ওঠা এদেশের একদিকে ইরাক ও তুরস্ক, অন্যদিকে লেবানন, ইসরায়েল ও জর্দান। এর বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি, উর্বর সমভূমি, পাহাড়, মরুভূমি কিংবা বরফঢাকা পার্বত্যাঞ্চল জুড়ে রয়েছে অতুলনীয় সৌন্দর্য। আর এই বিচিত্র প্রকৃতির মাঝে, প্রায় দশ হাজার বছর ধরে অমলিন দিমাশক শহর। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই শহরের পথে-প্রান্তরে একসময় হেঁটে বেড়িয়েছেন নূহ, ইবরাহিম ও লূতের মতো শ্রেষ্ঠ নবী-রসূলেরা। আলাইহিমুস সালাম।

যুগে যুগে মানুষের মনোযোগের শীর্ষে ছিল এ দেশ। একাধিক সভ্যতার উত্থান বা পতন দেখেছে পবিত্র এ ভূমি। দেখেছে বিজয়ীর গর্বিত শির বা পরাজিতের ধুলায় ধূসর কর্তিত মস্তক। মানুষের লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকেই সিরিয়ার ভূমিতে পড়েছে অগণিত কাফেলার পদচিহ্ন। কখনো বাণিজ্যের আশায়, কখনোবা জ্ঞানের অন্বেষায় এখানে ছুটে এসেছে বনি-আদমের দল। ক্রুসেডের দিনগুলোতে কিংবা তাতারদের অপ্রতিহত আক্রমণের মুখেও এ দেশ ছিল মুসলিম উম্মাহর অভেদ্য দুর্গ। প্রতিরোধের দুর্লঙ্ঘ দেয়াল তুলে উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার প্রতিঘাত ধারণ করেছে সে তার গায়ে-গতরে।

‘সালাদীন, উঠো! আমরা এসে পড়েছি!’

উসমানি সালতানাতের সমৃদ্ধ প্রদেশ শাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরিণত হয় ফরাসি উপনিবেশে। ১৯২০ সালে ফরাসি সেনাপতি হেনরি গুরো (Henri Gouraud) সিরিয়া দখল করে। হাজার বছরের ক্রুসেডে পরাজিত খ্রিস্টান সেনাপতি দিমাশক প্রবেশ করে সালাহুদ্দীন আইয়ুবির কবরে লাথি মেরে চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘সালাদীন, ওঠো! আমরা এসে পড়েছি!’[১] কিন্তু জামানার সালাদীনেরা তখন বেশিরভাগই আকিদার মিসকিন। তাওহিদের ধারকদের বিপুলাংশ সে সময় প্রবলভাবে আক্রান্ত জাতীয়তাবাদের জ্বরে।

ফরাসি দখলদারিত্বে কেটে যায় প্রায় তিন দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ফরাসি ম্যান্ডেট থেকে স্বাধীনতা পেলেও, সিরিয়া থেকে যায় অস্থিতিশীলতার ঘূর্ণাবর্তে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক সংঘাত আর অভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার ফাঁদে বারবার আটকে যায় এ দেশ। বিদেশি শক্তি— ফ্রান্স, রাশিয়া, বৃটেন ও ইসরাইলের মতো অপশক্তিগুলো এখানকার সম্পদ আর রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সর্বদা ছিল তৎপর।

১৯৬৩ সালে বাথ পার্টি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ক্ষমতায় আসে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত তারা ছিল ক্ষমতার শীর্ষে। বাথ অভিধানে ‘ভিন্নমত’ বলে ছিল না কিছু। চারপাশে ছড়িয়ে ছিল গুপ্তচরের বিস্তৃত জাল। বাবা ছেলের ওপর

---

১ From The Holy Mountain’- William Dalrymple (১৯৯৭).

ধ্বংসস্তূপে আঁকা স্বাধীনতা

(জিহাদ, বিপ্লব ও সন্ত্রাস)
'শক্তিমানেরা স্বাধীনতার সংজ্ঞা ঠিক করে,
আর দুর্বলেরা তার মূল্য চুকায়'

ফেব্রুয়ারির এক বিকেলে দক্ষিণ সিরিয়ার দারায়, এক কিশোর স্কুলের দেয়ালে লিখেছিল, 'এবার তোমার পালা, ডাক্তার!'। এ বাক্যটি শুধুমাত্র গ্রাফিতি ছিল না, ছিল স্বৈরাচারের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টায় এক তীব্র হুইসেল। এর শাস্তি ছিল উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো আর নখ উপড়ে ফেলা। তারপর শুরু হলো ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য গৃহযুদ্ধগুলোর একটি—রাষ্ট্র বনাম এক চিলতে ভবিষ্যতের লড়াই।

এই রাষ্ট্রের নাম 'বাশার আল-আসাদ'। যে কেবল রাষ্ট্রপতি নয়, পরিণত হয় এক রাজনৈতিক সমীকরণে। এখানে সমর্থন আসে মস্কো থেকে, অস্ত্র আসে তেহরান থেকে। আর নীরব সহমত আসে 'গণতন্ত্রের' রাজধানীগুলো থেকে। এভাবেই সিরিয়া পরিণত হয়, নামহীন গোরস্থানে।

আসাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ হয় দারায়। সেখানে শিশুদের গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও বিক্ষোভ দমনে গুলির ভাষা ছিল একপ্রকারের ঘোষণাপত্র— যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

যে জানালা দিয়ে একসময় আলো আসতো, সেখানে পড়তে শুরু করল ড্রোনের ছায়া। আলেপ্পোর পুরাতন শহরে ফেরিওয়ালার চিরচেনা হাকডাক, 'রুটি, ডাল, সবজি...' বদলে গেলো বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনিতে।

'কে কাকে হত্যা করেছে?' এই প্রশ্নের উত্তর এখানে অনুপস্থিত। এটিই

সিরিয়ার ট্র্যাজেডি। প্রথমদিকে 'সরকার' দাবি করে, তারা 'সন্ত্রাসীদের' দমন করছে। বিরোধীরা বলে, তারা 'স্বাধীনতার' জন্য লড়ছে। কিন্তু ২০১২ সালের মধ্যেই পষ্ট হয়ে গেল, এই যুদ্ধ আর কোনো দলের নয়, বরং একটি ভূখণ্ডের নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। বিদ্রোহীদের মধ্যে ইসলামপন্থী, পশ্চিমপন্থী, কুর্দি, সালাফি, এমনকি বিদেশি ভাড়াটে সৈন্যও ঢুকে পড়ল।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে দৃশ্যপটে উঠে এলো দুটি মুখ: ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (Free Syrian Army-FSA) এবং জাবহাত আন-নুসরা (Jabhat al-Nusra-Nusra front)। প্রথমটি ছিল সেনাবাহিনীর ভাঙা অংশ। দ্বিতীয়টি আল-কায়েদার সিরীয় শাখা। এরপর আইএস (Islamic State-ISIS) দানবীয় রূপ নিয়ে জন্ম নিলো সিরিয়ার ভগ্নস্তূপে।

কে শহীদ, কে জঙ্গি?

BBC বলে, 'Assad clings to power.'

Al-Jazeea জানায়, 'Rebels resist brutal regime.'

Fox News বলে, 'Islamist threat in Syria rises.'

Russia Today'র দাবি, 'Western-backed terrorists destabilize sovereign state.'

কিন্তু সিরিয়ার অভ্যন্তরে কেউই আর এই ভাষাগুলো বোঝে না। কারণ, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ততদিনে সংবাদভাষ্যে ফিল্টারিং শুরু করেছে। জাতি আর পরিচয়ের আশ্রয়ে থাকে না। এটি পরিণত হয়, নিরাপত্তাহীন অস্তিত্বে। এখানে নিজের নাম উচ্চারণ করার আগে ভাবতে হয়, এই নামটি আমাকে হত্যা করবে না তো?

২০২২ সালে আসাদ-নিয়ন্ত্রিত দিমাশকের এক গলিতে জনৈক পিতা তার ১০ বছর বয়সী সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলেছিল:

عندما يسألونك من أنت؟ لا تقل سني، بل قل جائع